To

Mr Santosh Mukhopadhyay (Teacher)

Halisahar Ram Prasad Vidyapeeth

P.O. Nabanagar

743 136

West Bengal

Respected Sir

School ছেড়েছি '৭৩ এ । রাজ্য ছেড়েছি '৭৮ এ । প্রায় দুটো decade, তাই না ? আমার মনেই পড়ে না last কবে বাংলায় এত বড় প্রবন্ধ লিখেছি ! শেষ বোধহয় ইন্দ্রানীদির class এ লিখেছি । Must be about 20-25 years back।

আজ পেশার খাতিরে আমার দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ সময় ইংরাজী, হিন্দী, এবং স্থানীয় ভাষার মাধ্যমেই কাটে । বাংলার চাষবাস কোথায় ?

স্বভাবতই যে লেখাটি পাঠালুম তাতে ভুল ভ্রান্তি হবেই । সংশোধনের ভারটি আপনার হাতে । যদি মনে হয় এতে material আছে, তবেই ছাপবেন, অন্যথায় নয় ।

সময় পেলে প্রাপ্তিসংবাদ দেবেন, please।

আপনি আমার প্রনাম নেবেন, school এর মাষ্টারমোশায়, দিদিমনিদের প্রনাম জনাবেন ।

তাপস

নাগপুর

২২/১২/১৯৯৭

অনুলিপি করবেন না

School এর কিছুই ভুলিনি (আমি)

থাকি মহারাষ্ট্রের নাগপুরে । গেছি মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে ভাগ্নীর বিয়ে attend করতে । আত্মীয়স্বজন প্রায় সবাই পশ্চিমবঙ্গ থেকে পৌঁছে গেছে ।

কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি ! অসময়ের বৃষ্টি এই পাহাড়ঘেরা জব্বলপুরে শীতের প্রকোপ বাড়িয়ে তুলেছে । মেঘলা শন্ শন্ হাওয়া । চায়ের কাপে সবে চুমুক দিয়েছি , দাদা (সোমনাথ , আমাদের school এর প্রাক্তন ছাত্র) জিজ্ঞেস করল,

--তুই এখনো school এর চিঠি পাস নি ।

তখনো চিঠি পাই নি আমি । বললাম,

--কেন, কি ব্যাপার ?

--রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠের পঞ্চাশ বছর উদযাপন হবে, ছোট ভাই গৌতম (প্রাক্তন ছাত্র) বলল।

আবীর (প্রাক্তন ছাত্র) প্রায় sure হয়ে বলল,

--বড়কাকা নাগপুরে গিয়েই চিঠি পেয়ে যাবে । কিছুই না school এর প্রাক্তন ছাত্রদের থেকে school এর বিষয়ে লেখা চেয়েছে ।

রমা (রমা ভট্টাচার্য, পরে মুখার্জী, প্রাক্তন ছাত্রী) চোদ্দ শাকের মধ্যে ওল পরামানিক হয়ে এসে বসল ।

--হ্যা, রে, school এর কি খবর ? তোরা আমাকে কিছু বলছেস না তো ?

শুরু হয়ে গেল ব্যস । হালিসহর থেকে হাজার মাইল দূরে রামপ্রসাদ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীরা school এর আলোচনায় মত্ত হয়ে উঠল । আমি এককোনায় বসে ভাবতে লাগলুম school জিনিষটা এত মিষ্টি, এত মধুর আর এত স্বপ্নবিলাসী কেন করে তোলে সবাইকে । চলে গেলুম অনেক পেছেন সেই যেখান থেকে শুরু কোরেছিলাম ।

তিয়াত্তরে school ছেড়েছি । Higher Secondary (old) ও ঐবছরে । ১৯৬৬ তে রামপ্রসাদে আগমন । বেশ মনে আছে L shape এর school building এ যেখানে L এর দুটো হাত জোড়া লাগে সেখানে বারান্দায় বসে আছেন বুধুদার (অজিত বাবু , school এর

শিক্ষক,খুব ভালোসতেন আমাকে , ভাল গান গাইতেন ; লোকে বলত হালিসহরের পান্নালাল ভট্টাচার্য) বাবা । জানুয়ারীর রৌদ্রস্নাত হিমেল সকাল । বাবার হাত ধরে গেছি । School এ ভর্তি হতে ।

Class four পর্যন্ত পড়েছি স্থানীয় সংঘ school এ । এত বড় building দেখে তাক লেগে গেছে। সেই শুরু রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠের শিক্ষা । আজও চলছে তার প্রয়োগ ।

শুরুর দিকে বেশ প্রভাব ফেলেছিল আমার এক দিদিমনির শিক্ষা । ইলা দিদিমনির । কি ভালোই বাসতেন । First বেন্চের ঐ কোনায় বসতে হবেই । সবাইকে পড়া জিজ্ঞস করবেন । বাকী সবাই যখন পারবে না, আমাকে ধরবেন, উত্তর সঠিক চায় দিদিমনির । আমি না পারলে ওনার যেন নিজেরই অপমান । Class V এর কথা বলছি । তখন ঐ বিরাট stage টা তৈরী হয়ে গেছে । ঐখানে make-shift class এর বেন্চি পাতা । সেই ছেলেবেলা থেকেই দায়িত্ববোধ চেপে গেসল । ঐ দিদিমনির জন্যই সম্ভব হয়েছিল । ওনার সম্মানের জন্যই আমাকে class এ সবসময় তৈরী হয়ে যেতে হত । যে প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে না, তার উত্তর তাপসেক দিতেই হবে । এই যে জেতার প্রচেষ্টা এবং shall-not-admit-defeat-under-any – circumstances kind of attitude তার বীজ আমার মনে হয়

ঐ সময় আমার মনে পুঁতে দেওয়া হেয়ছে । এবং আমার school ই এ কাজটা করেছে।

অবশ্য এ বিষয়ে আরো একজন শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য । Especially নীচু class এ যখন পরি । তিনি হলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় উমেনবাবু । উমেন্দ্রনাথ তিওয়ারী । কী সুন্দর দেখতে । টক্টকে রং । ফরসা হাতে কালো বেল্টের ঘড়ি । পরনে সবসময় spotless white ধুতি-জামা । যেমন দেখতে তেমন সুন্দর কথা । আর ঠিক তেমনি strict । Strict মানে in its strictest possible meaning । কোনও বেয়াদপি সহ্য করবেন না । যেমন sharp চেহারা তেমনি sharp কথাবার্তা । দাদার কাছে শুনেছি উঁচু class এ উনি history পড়াতেন । আমাদের নীচু class এ English পড়াতেন । খুব যত্ন করে হাতের লেখা শেখাতেন । উমেনবাবুর সাথে উঁচু class এ সরস্বতী পূজোর সময় বেশ মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল । সে আর এক গল্প।

আমার মনে পড়ছে আর একজ্ন শিক্ষকের কথা । যিনি সত্যিকারের শিক্ষক, a born teacher । শিক্ষকতা যার পেশা । অমিয়বাবু । পুরো নাম মনে নেই । Sir এর নাম ভাবতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটু খাটো করে পরা ধূতি । হাল্কা নীল অথবা ash colour এর পুরোনো আমলে র জামা । প্রত্যেকটা বোতাম in its proper place । অসম্ভব । বোতামের ব্যাপারে মাষ্টারমশায় ভীষন particular ছিলেন । সবসময় ফুলহাতা জামা পরতেন । পকেটে

ঝর্না কলম । কাউকে ব্যবহার করতে দিতেন না । বলতেন, হেডমাষ্টারমশায়কে দিই না, তোদের কি দেব । আসলে pen দিলে তার নিবের angle খারাপ হয়ে যাবে । এগুলোকে কিন্তু অন্যভাবে নিলে চলবে না । Not exactly in terms of love of possession । এনাদের জীবনের value গুলোই অন্যরকম ছিল । এবং এগুলো আসে যখন লেখাপড়াকে প্রগাঢ়ভাবে ভালোবাসা যায় । সেখান থেকে এরকম মানসিকতার উৎপত্তি হয় । কী মুক্তোর মত হাতের লেখা অমিয়বাবুর । তখন class VIII এ । নীচু আর উঁচু class এর transition । Speed এ লেখার দরকার হয় । হাতের লেখা সামলে রাখতে পারি না । কি বিপদ ! Class শেষে মাষ্টারমশায়কে ধরলাম । আপনার মত সুন্দর হাতের লেখা করেত হবে । উপায় বলুন । কি হাসি, কি হাসি । বললেন, হাতের লেখা কি ধরে শেখানোর জিনিষ ? অভ্যেস করতে হবে । আজো হাতের লেখা practice করে চলেছি, sir এর কাছাকাছে পৌঁছতে পারিনি । আজকাল অবশ্য দিনকাল বদলে যাচ্ছে । Paperless office তথা Paperless society তৈরী হচ্ছে । সবই computer এ হচ্ছে । Computer print এরও দরকার নেই । পুরোটায় ইথার এর মাধ্যমেই উপগ্রহ মারফত computer screen এ এসে যাবে । বার্তালাপ তার মাধ্যমেই হবে।

সে যাক গে অন্য মাষ্টারমশায়দের কথা বলি ।

অফিস থেকে বাড়ী এসেছি । বাড়ীতে ঢুকতেই ছেলে (class IV এ পড়ে তখন) বলল, জান বাবা আজ school এ কি হয়েছে ? আজ আমার এক classmate কে teacher punish করেছেন । তুমি জান, punish করার পরে class teacher আর আমাদের director দুজনেই কাঁদছিলেন । কেন, বাবা ? এক নিঃশ্বাসে school এর খবর দেওয়া হয়ে গেল ছেলের ।

কেনর উত্তর দেব কি ! মন চলে গেল অনেক পেছনে । অনেক বছর আগে ।

তখন class VIII এ পড়ি ।..... Class room টা এখনো মনে আছে । নিখিলবাবুর ইংলিশ class । নিখিলবাবু সংক্ষেপে নি র দা । মানে নিখিল রঞ্জন দাস । গরমকাল । নিখিলবাবুর class এ অকারন কথা বলা নিষেধ । বিশেষতঃ গরমকালে । বলতেন , কথা বললে মুখ দিয়ে গরম ভাপ বেরোয়....গরম বেশী লাগে । তাছাড়া কথা বললে পরিশ্রমও তো হয় । So no কথা । নিখিলবাবু ইংরিজী পড়াচ্ছেন । পিছনের বেন্চ থেকে আওয়াজ এল । ছেলেটাকে এখনো মনে আছে । নাম লিখছিনা । নিখিলবাবু দু-তিনবার warning দিলেন । আওয়াজ কোর না । আবার আওয়াজ । Sir নির্দেশ দিলেন , ও এসে প্রথম বেন্চে আমার পাশে বসল । দুষ্টু ছেলে , ছঠফঠে । এবর sir ওকে কান ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন ওনার ঠিক পাশে ।

ব্যস sir আর পড়াতে পারেন না। এদিকে ছাত্র কাঁদছে , অপমানে, লজ্জায় । নিখিলবাবু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন । ওকে বকছেন, অসভ্য ছেলে, কেন দুষ্টুমি করিস ? কেন আমাকে শাস্তি দিতে হল তোকে ? শান্তভাব বসতে পার না ? দেখি নিখিলবাবুর চোখ জল । প্রায় কান্নার কি ! সে এক অভাবনীয় দৃশ্য ।

কবেকারের কথা, আজ্ও মনে আছে । যে শাস্তি দেয় সেও কেন কাঁদে তার উত্তর তখনো জানতুম না । জানলাম ক্লাস XI এ 'গান্ধারীর আবেদন' পড়তে গিয়ে । রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে । ইন্দ্রানী দিদিমনি কত সুন্দরভাবে line by line বোঝাতেন ।

'দন্ডিতের সাথে দন্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে ,
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার' ।

ঠিক সেই কারনেই নিখিলবাবু ছাত্রকে শাস্তি দিয়ে নিজেই কাঁদেন। আর ঠিক সেই একই কারনে আমার ছেলের class teacher আর school এর director ও ছাত্রকে punish করে নিজেরাও punished হন, আর তাই কাঁদেন । জীবনের এই বহূমূল্য সত্য আমাকে আমার school ই শিখিয়েছে । পরে বড় হয়ে এগুলোর মানে খুঁজতে গিয়ে আমাকে অন্য কারো দ্বারস্থ হতে হয় নি ।

নিখিলবাবু খুব ভালো কবিতা লিখতেন। ওনার একটা কবিতা school magazine 'এষরণা' তে ছেপেছিল। দু-চারটে line মনে আছে।

'রাগছ কেন, বলতে দাও।
বাংলা যদি ভালই বাস।
কেন হিন্দি ছবির লাইন দাও ?'

খুব ভালোবাসতেন ছাত্রছাত্রীদের। School ছেড়ে দেওয়ার পরেও ওনার সাড়থ দীর্ঘদিন যোগাযোগ ছিল আমার।

আরো নীচু class এর সময় যে সব teachers পড়াতেন তাঁদের কথাও বেশ মনে পড়ে। অনন্তবাবু physics পড়াতেন। VII এবং VIII এ আমাদের অংক শেখাতেন। ওনার পরিচিতভঙ্গীটা ছিল বাঁ হাত পিছনে রেখে blackboard এ লিখতেন।হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মত। ভীষন রাশভারী লোক ছিলেন। খুব সিগারেট খেতেন। Back-brush করা চুল।। ভারী চমৎকার অংক শেখাতেন। ভয়ও পেতুম খুব।

ওনার প্রায় সমকালীন ছিলেন প্রশান্ত বিশ্বাস। আমরা আড়ালে বলতাম lead মানে Pb। ওনার বোন আমার সহপাঠিনী ছিল। প্রশান্তবাবু ছিলেন ভীষন serious kind of person। বিশ্ব বিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন। আমাকে বিজ্ঞান পড়িয়েছেন নীচু class এ।

ঠিক ঐ সময়েই বা তার একটু আগে আর এক জন শিক্ষিকা ছিলেন । বেশ মনে ওনার কথা । চিত্রা সেন । ডান হাতে ঘড়ি পড়তেন । ইংরাজী পড়াতেন । খুব সুন্দর দেখতে । School ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আমাকে খাতায় খুব সুন্দর একটা autograph দিয়ে গেসলেন ।

ঠিক ঐ সময়ে বা তার একটু পরে সলিলবাবু (বোধহয় ভট্টাচার্য) নামে একজন মাষ্টারমশায় আমাদের অংক শিখিয়েছিলেন । একটু বয়স বেশী ছিল । ধূতি পড়তেন । নীচু class এ আর একজন ভীষন serious teacher ছিলেন । গৌরী দিদিমনি । হিন্দী পড়াতেন । উনি school এর primary শাখার সাথেও যুক্ত ছিলেন । দিদিমনির হিন্দী class গুলো শেষের দিকে থাকত । তখন কি আর জানতুম যে ভাগ্যান্বেষনে ঘুরতে ঘুরতে এমন এক জায়গায় থিতু হব যেখানকার আমজনতারর ভাষায় হিন্দী । দিদিমনির পড়ানোর ভঙ্গিটি ছিল ভারী সহজ এবং সরল । তবে frankly speaking ওনাকে আমরা ভীষন ভয় পেতাম ।

তখন IXth standard । School এ একঝাঁক নতুন teachers এলেন । দেবব্রত ভট্টাচার্য । সংক্ষেপে db । আমরা আড়ালে বলতাম

Dhaka Board । তখন Dhaka Board এর questions test paper এ থাকত । আমাদের সেগুলো solve করতে হোত । সুন্দর দেখতে , সুন্দর কথাবার্তা । Class এ পুরো পড়াশুনো করে আসতেন । উনিই আমাদের chemistry subject ninth থেকে eleventh পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন ।

সাথে এলেন রনজিৎবাবু । Physics এ M. Sc. । একটু serious type এর । At least outwardly । উনি ভীষন serious teacher ও ছিলেন । বেশ মনে আছে একবার খাতায় turn over লিখেছিলাম , উনি কেটে লিখে দিয়েছিলেন please turn over । এটা class IX এর কথা । আজও PTO লিখতে গেলে রনজিৎবাবুর কথা মনে পড়ে । সত্যি বলতে কি এনারা এত যত্ন করে এবং ভীষন dedicatedly আমাদের পড়িয়েছেন যে বলে শেষ করা যাবে না । শুধুমাত্র নিজেদের বিষয়েই নয়, অন্যান্য subject এও এঁদের নজর ছিল । ছাত্রদের প্রতি এই দরদ আমার মনে হয় আজ যাঁরা শিক্ষকতার এই পবিত্র পেশায় আছেন, তাঁদের মনে প্রেরনার সঞ্চার করবে ।

ঠিক ঐ সময়ে school এ এসেছিলেন বিকাশবাবু, বিকাশ রন্জন পাল । একদম young । ভালো sportsman ছিলেন । পেটা চেহারা, ফরসা, biology র teacher । উনিও আমাদের XIth পর্যন্ত

পড়িয়েছিলেন । খুব যত্ন করে biology practical class নিতেন । আমার সাফল্যের পিছনে বিকাশবাবুর ভূমিকাও অনেক ।

আজ্ যদি আমি মনে করি নিজের পেশাতে কিঞ্চিত সফলতা পেয়েছি তবে তার জন্য আমি কিন্তু সুনীলবাবু .জয়বাবু , হেডমাষ্টারমশায়, এবং সন্তোষবাবর ভূমিকাকে বেশী বলে মনে করি ।

সুনীলবাবু বাপ রে ! আমার বোধহয় এখনো ওনার সাথে কথা বলতে একটু ভয় করবে । সুনীলবাবুর সম্পর্কে বলতে গেলে আমাকে আলাদা বই লিখ ত হবে । Dedicated teacher । আমার মনে হয় ওনার treatment গুলো (I mean for students) symptomatic ছিল । Just like a medical practioner । উনি জানতেন কোন student কে কতটা দিতে হবে । কাকে কি বললে (আমি level এর কথা বলছি , level of imparting knowledge) বুঝবে অথবা বুঝবে না , উনি ছিলেন জহুরি । ছাত্রদের pulse উনি খুব ভালো করে বুঝতেন । ঠিক এইজন্যই একটা highly ununiformed group of student দের উনি একসাথে পড়াতে পারতেন । এমনভাবে যে front bench এবং back bencher কেউই deprived হোত না । সুনীলবাবুর ছিল all-round capability । Mechanics এবং biology দুটো diametrically opposite বিষয় পড়াতে পারতেন, with equal ease and expertise । স্বচ্ছন্দ বিচরন

এক বিষয় থেকে আর এক বিষয়ে। আমার মনে হয় এটা একটা rare combination এবং যার এ গুন আছে, তাকে তো প্রনাম করতেই হয়। তাই না ?

উঁচু class এ ইংরিজি শিখেছি জয়বাবুর থেকে, জয় দত্ত। আমরা short এ বলতাম JD। ইংরেজদের মত গোরা এবং গোঁড়াও বটে। রাত জেগে পড়তেন। Professionally ওনার specialization যতদূর মনে পড়ে Psychology। অথচ ইংরিজি ছিল ধ্যানজ্ঞান। ভীষন মেহনত করতেন।। am sure এখনও করেন।ওনার সাথে বেশ মজা করতাম। Private পড়ার সময় dictionary র যে কোনো পাতা খুলতাম। প্রত্যক পাতাতে যত words থাকত sir কে তার অর্থ জিজ্ঞেস করতাম।খুব rarely উনি ভুল করতাম। কি সুন্দর আর মধুর ব্যবহার ছিল জয়বাবুর ।আমাকে প্রায় বলতেন, তুই আমার কাছে কেন এসেছিস ? তুই যা head মাষ্টারমশায়ের কাছে। আমি তোর জন্য নই। আমি পড়াব কাদের জানিস ? যারা ১০০ তে ২৯ পায় ওদের ৩০ করে দেব। জয়বাবুর সেই " থেকে since, ধরে for, জয়বাবুকে মনে কর " অথবা " আগে the , পরে off, verbal noun চলে থপ থপ" , আজো মনে আছে । আমার পেশার তাগিদে English এর প্রয়োগ বেশ বেশী। জয়বাবুর এই শিক্ষা আজো তাই কাজে লাগছে। প্রতি পদক্ষেপে লাগছে।

জয়বাবু ঠিকই বলতেন, English শিখতে হলে যেতে হবে head মাষ্টারমশায়ের কাছে। মানে সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রী নিরন্জন চক্রবরতীর কাছে। Head মাষ্টারমশায় মানে spotless while ধুতি এবং পুরোনো

আমলের মানানসই সাদা জামা । গায়ের রং ছিল কালো । পায়ে পাম্প শু , black colour এর । School এর corridor দিয়ে হাঁটতেন । কারো ক্ষমতা ছিল না উঁকি মারে । সত্যি কথা বলতে কি অনেক teacher রাও ওনাকে ভয় পেতেন, honestly । Sir এর বিষয় ছিল English । । mean specialization । একবার X^{th} class এ math teacher absent । Geometry পড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন । বিষয় অন্য , গতি অবারিত । স্বচ্ছন্দ । তবে ইংরাজী ওনার সত্যিকারের ভালবসা জায়গা ছিল । Black board এ দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা আজো মনে আছে । বাঁ হাত board এর এক কোনে । ডান পা বাঁ পায়ের হাঁটুর কাছে , for support, perhaps । মাষ্টারমশায় ইংরাজী লিখছেন । চকের পর চক ধ্বংস । মাঝে মাঝে ডান হাত দিয়ে মাথার পিছনটা rub করতেন, appropriate word এর খোঁজে মস্তিস্ক তথা স্নায়ুকেন্দ্রে খোঁচা দেওয়া আর কি । আমার দেখা আমার জানা শিক্ষকদের মধ্যে আমার মতে উনিই সর্বশ্রেষ্ঠ । Great teacher । Great human being also ।

আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না আমার । বই, খাতা, পেন, পেন্সিল মায় কালির দোয়াতও headmaster মশায় দিয়েছেন । এবং । tell you, শুযু আমার জন্য নয় ; 'বর্ষে বর্ষে দলে দলে' ছাত্ররা এসেছে । Sir সবার জন্য করেছেন । 1973 র কথা, must be January । বাড়ী ডেকে রাতে পড়িয়েছেন , খাইয়েছেন , শুতে যেতে বলেছেন

ঠিক রাত দশটার সময়, মশারি গুঁছেছি কিনা check করে গেছেন । ভোর চারটেয় ডেকেছেন, test paper solve করিয়েছেন । Breakfast খাইয়ে বাড়ী পাঠিয়েছেন । একদিন নয় । Board এর পরীক্ষার আগে অনেকদিন করেছেন ছাত্রদের জন্য এ কাজ । এনার ঋণ কোনওদিন শোধ করা যায় না, যাবেও না ।

আমার মনে হয় আমাদের school এর সবচাইতে জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন সন্তোষবাবু । তখনো ছিলেন, এখনো আছেন in our memory । কোমলে কঠোরে সন্তোষবাবুর শিক্ষা দেওয়ার এ প্রয়াসটা আমার বেশ লাগত । উনি সময় বিশেষে পাড়ার দাদা, । mean বড়ভাই, প্রয়োজনে শিক্ষক । Class এ কে কি করছে, দুষ্টুমি করছে কিনা, (দরকার হলে চকের একটা টুকরো ছুঁড়ে মেরে ছাত্রকে সচকিত করে দেওয়া) এবং class এর বাইরে ছাত্রদের গতিবিধি সবই উনি নজর রাখতেন । আমাকে ভীষন ভালোবাসতেন । Local teacher ছিয়েন, দীর্ঘদিন school এর কাছেই থেকেছেন । পাড়ার ছাত্রদের খবরও রাখতেন । সন্তোষবাবু ছিলেন সত্তিকারের নিপুন । সন্তোষবাবুর মধ্যে বিজ্ঞান এবং কলা বিভাগের দুরকাম শিক্ষায় পেয়েছি আমরা । একজন সায়েন্স এর স্টুডেন্ট হয়েও উনি যে নায়াস দখতায় বাংলা পড়াতেন ভাবতেই অবাক লাগে ।

ইন্দ্রানি দিদিমনি ছুটিতে ছিলেন, must be in my IXth standard (1969) । সন্তোষবাবু একা পুরো বছরের ক্লাস নিয়েছিলেন । Not a matter of joke । সেসময়ের higher secondary তে literature

এর ক্লাস নেওয়া মানে রীতিমতো তৈরি হয়ে আসতে হোতো । সন্তোষবাবুর কথা বলার ধরনটায় মিষ্টি মধুর । কথা বলতেন flawless , কখন কোন সঠিক শব্দের জন্য থামতে হোতো না । অনায়াস এবং সাবলিল ভঙ্গি । উনি আমাকে ছাত্রজীবনে সর্বতোভাবেই সাহায্য করেছন । উচুঁ ক্লাস এর বই উনিই আমাকে দিয়েছিলেন । ওনার দেওয়া বই পরেই স্কুল এর গন্ডি পাড় করেছি । কারন নতুন বই কেনার ক্ষমতা আমার ছিল না । Sir, you are great ।

School এর কত কথাই না মনে পরে । মনে পরে আমার বাংলা teacher এর কথা । ইন্দ্রানি দিদিমনি । One of the best teachers । খুব সুন্দর আর যত্ন করে ধীরে ধীরে বাং লা পরাতেন । ভীষন strict ও ছিলেন । Marking এ খুব কড়া ছিলেন । পাতার পর পাতা লিখতে হোতো । দিদিমনির হাতে ৫০- ৫৫ % marks পাওয়া মানে খুব ভাগ্যের কথা । আমার headmaster মশায়ও তাই ছিলেন । আমার মনে হয় বাংলা ভাষার প্রতি আমার ভালোবাসা তথা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ প্রথম দিকে সন্তোষবাবু এবং পরে ইন্দ্রানি দিদিমনির জন্যই সম্ভব হয়েছে ।

আমি বিজ্ঞানের ছাত্র । স্বভাবতই literature এ হয়ত সমান stress দিয়ে পড়াশুনো করা সম্ভব হত না । কিন্তু ইন্দ্রানি দিদিমনির

guidance এর জন্যই কোনওদিন কোনওকারনেই arts এর কোনো students এর থেকে পিছিয়ে থাকিনি । অবশ্য এর জন্য আমি প্রচন্ড পরিশ্রমও করেছি । আলাদা notes তৈরী কোরতাম diary তে । দিদিমনিকে দিয়ে corrections করিয়ে নিতাম । দিদিমনি golden ink দয়ে লিখতেন । সে diary আজো আমার কাছে আছে । As a matter of fact, notes তৈরীর ব্যাপারটা শুধুমাত্র বাংলা ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না । Mathmatics, Chemistry Physics, Biology, এবং English এর জন্যও করেছি । সমস্ত teachers আমাকে spontaneously help করেছেন ।

সত্যিকরের সাহিত্য অনুরাগী teacher আর একজন ছিলেন । শুভরন্জনবাবু । Assistant Head master । বেশ ভারী চেহারা । ভীষন ভারী গলার আওয়াজ । উনি English letter writing এর class নিতেন । না পারলে table এ নাকঘষা । পরবর্কালে school ছেড়ে দেন । উনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখতেন । ওনার লেখা দেশ পত্রিকায় পড়িছি ।

আমায়ির school এর পুরোনো দপ্তরি ছিলেন বাদলদা । সবার প্রিয় । Headmaster মশায়ের খাশ লোক । ফণীদা ওনার জুনিওর, অনেক পরে join করেছিলেন । দুজনেই ছাত্রদের খুব my dear ছিলেন । বেশ পরে school এ একজন widow কে Headmaster মশায় চাকরি দিয়েছিলেন as a supporting staff । She was from

a very poor family । নামটা মনে পড়ছে না । But she was very motherly । আমরা খুব সম্মান করতাম ওনাকে । School এর security staff ছিলেন বাহাদুর । নেপালের লোক বোধহয় । Teachers' room র পাশেই ওনার room ছিল ।

School এর কথা আর কত লিখব ? জীবনের একটা বিরাট অধ্যায় । এতগুলো বছর একসাথে থাকা । কত কথা ! কত স্মৃতি ! কত অভিজ্ঞতা ! আজ হয়ত physically দূরে থাকি school থেকে , তবে আমার মনে হয় school কে সবাই ঠিক এইভাবেই মনে রাখবে । রুজিরোজগারের তাগিদে ছাত্ররা হয়ত কে কোথায় ছিটকে পরেছে , কিন্তু school কে কেউই কোনওভাবেই ভুলতে পারবে না ।

সুনীলবাবু শেখাতেন, দ্যাখ্, তোর rough খাতাটা অন্যের fair খাতার চাইতে ভালো হতে হবে । ভাব দেখি কত বড় কথা ! ইন্দ্রানিদি বাংলা পড়াতে গিয়ে বলতেন প্রত্যেকটা শব্দের মানে বুঝে বুঝে পড়লে, আলাদা করে মুখস্থ করার দরকার নেই, এমনিই মুখস্থ হয়ে যাবে । আমি আজো তাই রবি ঠাকুরের 'গান্ধারীর আবেদন' মুখস্থ বলতে পারি ।

সুনীলবাবু অংক শেখাতে গিয়ে বারবার মনে করিয়ে দিতেন, ‘ আমরা নিয়ম মেনে ভুলে করি ’। এটার allegorical meaning টা গভীর । You have to do something unconventional to control your mistakes ।

আমার সব মনে আছে । মনে আছে সুনীলবাবুর সেই সহজ 0করে কঠিন জিনিষ শেখানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, “ তুই এমন করে শিখবি যে চেষ্টা করেও ভুলতে পারবি না ।”

Believe me Sir, আমি চেষ্টা করেও কিছুই ভুলিনি, পারবোও না ভুলতে ।

তাপস ভট্টাচার্য নাগপুর,
মহারাষ্ট্র
২১.১২.১৯৯৭ (Rewritten 3.3.2023)